সূরা কাহাফ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"সূরা কাহাফ খন্ড ৯"**

সূরা আল কাহাফ ১১০ টি আয়াত রয়েছে। এই সূরাটি মক্কায় অবর্তীণ হয়। ইহুদিদের পরামর্শে মক্কায় মোশরেকেরা রাসূল (স:) কে তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন : (১) আসহাবে কাহাফের ঘটনাটা কি ? (২) মুসা ও খিজিরের ঘটনা বলুন। (৩) জুলকারনাইন সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করুন।

ইহুদি ও মোশরেকদের ধারণা ছিলো রাসূল (স:) এর উত্তর দিতে পারবেন না। তখনি আল্লাহ তায়ালা এ সূরার মাধ্যমে এ প্রশ্নের উত্তর রসূলকে জানিয়ে দেন। মোট ৬০ টি আয়াতে এই তিনটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। বাকি ৫০ টি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের আকিদা সংক্রান্ত বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন। সূরা কাহাফকে মোট ১০টি খন্ডে বিভক্ত করে বিষয়গুলো কোরআনের ধারাবাহিকতা অনুসারে বর্ণনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

সূরা কাহাফের ৯ম খন্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে: **" যুলকারনাইনের ঘটনা।"**

যুলকারনাইন নবী ছিলেন না। ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর ভিত্তিতে অধিকাংশ তফসীরকারক এ মত পোষণ করেন যে, তিনি ছিলেন ইরানের শাসনকর্তা খুরস তথা খসরু বা সাইরাস। তার বিজয় অভিযান পশ্চিমে এশিয়া মাইনর ও সিরিয়ার সমুদ্রসীমা এবং পূর্বে বখতর (বলখ) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইতিহাসে এও দেখা যায়, খুবসের রাজ্য উত্তরে ককেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৮৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর বলেন, সাইরাস (খসরু) পশ্চিম দিকে একের পর এক রাজ্য জয় করে সে এমন জায়গায় পৌঁছে, যেখানে স্থলভূমি শেষপ্রান্ত, তারপর মহাসাগর।

৮৬ নং আয়াতে "আমরা তাকে বললাম" অর্থ তফসীরকারকগণ বলেছেন, নবীদের যে রকম ওহি নাজিল করা হয় সে রকম ওহী এটা নয়, কারণ জুলকারনাইন নবী ছিলেন না। তার মনে এ ধারণা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে, তুমি বিজেতা, তুমি পশ্চিমের অনেক ভূখন্ড জয় করে স্থলভূমির শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। তুমি এ অঞ্চলের লোকদের শাস্তি দিতে পারো অথবা সদয় মনোভাব গ্রহণ করতে পার। যুলকারনাইন এত বড় বিজেতা হয়েও সে ছিলো খোদাভীরু। সৎ, নিষ্ঠাবান, সুবিচারক ও কল্যাণকামী শাসক। পরবর্তী আয়াতগুলোতে এটাই আমরা দেখতে পাই।

এখানে মক্কার মোশরেকগন রাসূলের সাথে যে ব্যবহার করে যাচ্ছিলো, তার দিকে ইশারা করে বুঝানো হচ্ছে, যুলকারনাইন তোমাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী ছিল। কিন্তু সে ছিল সৎ, ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারক। কিন্তু তোমরা মক্কার মোশরেকরা রাসূল ও তার সাথীদের প্রতি কি আচরণ করছো একটু ভেবে দেখো।

৯০ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকারকগন বলেন: পূর্বদিকে একের পর এক এলাকা বিজয় করে যুলকারনাইন যেখানে পৌঁছেন, সে জায়গাটা ছিল সভ্যজগতের শেষপ্রান্ত। এ এলাকার লোকেরা সূর্যতাপ থেকে রক্ষার জন্য তাবু, ঘর, দালান কোঠা নির্মাণ করতে অপারগ ছিল।

৯২ ও ৯৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকারকগন বলেন: উত্তর দিকে একের পর এক এলাকা বিজয় করে যুলকারনাইন যেখানে পৌঁছেন, সে জায়গাটা কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তি সুবিস্তীর্ণ ককেসিয়া পর্বতমালাকে বুঝানো হয়েছে।

৯৪ আয়াতের ইয়াজুজ মাজুজ বলতে রাশিয়া ও উত্তর চীনের এমন সব উপজাতিদের বুঝানো হয়েছে যারা তাতারী, মংগল, গুন ও সেথিন নামে পরিচিত। এবং প্রাচীন যুগ থেকে সভ্য দেশগুলোর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে আসছিল। তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ককেসাসের দক্ষিনাঞ্চলে দরবন্দ ও দারিয়ালের মাঝখানে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল. প্রাচীর ৫০ মাইল লম্বা, ২৯০ ফিট উঁচু, ও ১০ ফুট চওড়া।

যুলকারনাইনকে ঐ এলাকার লোকজন এ প্রাচীর নির্মাণের জন্য অর্থ প্রদান করতে চেয়েছিল। যুলকারনাইন বললেন, শাসক হিসাবে এটা তার কর্তব্য, তিনি অর্থ নিতে অস্বীকার করেন। এত বিশাল ও মজবুত দেয়াল নির্মাণের পরও জুলকারনাইন কোন প্রকার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন নি, বরং তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছেন এবং এটাও বলেন নি এটা ধ্বংস হবার নয়। বরং বলেছিলেন, আল্লাহ যখন চাইবেন তখনি এটা ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে।

<u>পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:</u>

১. তোমার কাছে তারা জানতে চাইছে যুলকারনাইন সম্পর্কে. তুমি বলো, আমি তার সম্পর্কে তোমাদের কাছে তেলোয়াত করছি।

তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুনঃ আমি তোমাদের কাছে তাঁর কিছু অবস্থা বর্ণনা করব। (সূরা কাহাফ ১৮:৮৩)

২. আমরা তাকে (যুলকারনাইনকে) পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম।

আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম।

(সূরা কাহাফ ১৮:৮৪)

৩. সে পথ ধরে অগ্রসর হলো।

অতঃপর তিনি এক পথ অবলম্বন করলেন। (সূরা কাহাফ ১৮:৮৫)

৪. এমন কি সে সূর্যাস্তের স্থানে এসে পৌঁছায়।

অবশেষে তিনি যখন সুর্যের অস্তাচলে পৌছলেন; তখন তিনি সুর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন ! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। (সূরা কাহাফ ১৮:৮৬)

৫. সে (যুলকারনাইন) বললো, যে কেউ জুলুম করবে, আমরা তাকে শাস্তি দেবো।

তিনি বললেনঃ যে কেউ সীমালংঘনকারী হবে আমি তাকে শাস্তি দেব। অতঃপর তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবেন। তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। (সূরা কাহাফ ১৮:৮৭)

৬. তবে যে কেউ ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ করবে, তার প্রতি ব্যাবহারে আমরা কোমল-সহজ কথা বলবো।

এবং যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যাবহারে আমি নম্র কথা বলবো। (সূরা কাহাফ ১৮:৮৮)

৭. সে পুনরায় অন্যদিকে পথ ধরে অগ্রসর হলো।

অতঃপর তিনি এক পথ অবলম্বন করলেন। (সূরা কাহাফ ১৮:৮৯)

৮. শেষ পর্যন্ত সে সূর্যোদয়ের স্থানে এসে পৌছালো।

অবশেষে তিনি যখন সূর্যোদয়–স্থলে পৌছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি করিনি। (সূরা কাহাফ ১৮:৯০)

৯. ব্যাপার তাই ছিলো। তার (যুলকারনাইন) কাছে যে সব খবর ছিল আমরা তা জানতেন।

كَذَٰلِكَ ۖ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾

প্রকৃত ঘটনা এমনিই। তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি। (সূরা কাহাফ ১৮:৯১)

১০. তারপর সে (আরেক দিকে) পথ ধরে অগ্রসর হলো।

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾

আবার তিনি এক পথ ধরলেন। (সূরা কাহাফ ১৮:৯২)

১১. শেষ পর্যন্ত সে এসে পৌঁছায় এই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾

অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বত–প্রচীরের মধ্যস্থলে পৌছলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। (সূরা কাহাফ ১৮:৯৩)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

১২. তারা (ওই এলাকার লোকেরা) বলেছিল, হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ আমাদের দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে।

قَالُوا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَ مَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ
فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾

তারা বললঃ হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্যে কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। (সূরা কাহাফ ১৮:৯৪)

১৩. (যুলকারনাই) বললো, আমি তোমাদের ও তাদের (ইয়াজুজ ও মাজুজ) মধ্যবর্তী স্থানে একটি প্রাচীর গড়ে দেবো।

قَالَ مَا مَكَّنِّيْ فِيْهِ رَبِّيْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ
بَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾

তিনি বললেনঃ আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। (সূরা কাহাফ ১৮:৯৫)

১৪. তোমরা আমাকে অনেকগুলো লৌহ পিন্ড এনে দাও।

اٰتُوْنِيْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ
حَتّٰٓى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِيْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾

তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেনঃ তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন তিনি বললেনঃ তোমরা গলিত তামা নিয়ে এস, আমি তা এর উপরে ঢেলে দেই। (সূরা কাহাফ ১৮:৯৬)

১৫. এরপর থেকে তারা (ইয়াজুজ ও মাজুজ) আর তা (প্রাচীর) অতিক্রম করতে পারলো না এবং তার মধ্যে সুড়ঙ্গও তৈরী করতে পারলো না।

অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হল না। (সূরা কাহাফ ১৮:৯৭)

১৬. সে (যুলকারনাই) বললো, ইটা আমার প্রভুর অনুগ্রহ. যখন আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে তখন তিনি এটাকে চূর্ণ- বিচূর্ণ করে দেবেন।

যুলকারনাইন বললেনঃ এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য। (সূরা কাহাফ ১৮:৯৮)

১৭. সে দিন (কেয়ামতের) আমরা তাদের এমন অবস্থায় ছেড়ে দেবো যে, তারা এক দল আরেক দলের উপর তরলের মতো আছড়ে পড়বে।

সে দিন আমি তাদের এমন অবস্থায় ছেড়ে দেবো যে, এক দল আরেক দলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হবে এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করে আনব। (সূরা কাহাফ ১৮:৯৯)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

১৮. আর সেদিন আমরা জাহান্নামকে সেইসব কাফেরদের জন্যে সামনে এনে হাজির করবো।

সেদিন আমি কাফেরদের কাছে জাহান্নামকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত করব। (সূরা কাহাফ ১৮:১০০)

১৯. যাদের চোখ ছিলো অন্ধ আমার যিকির থেকে এবং তারা শুনতে ছিলো অক্ষম।

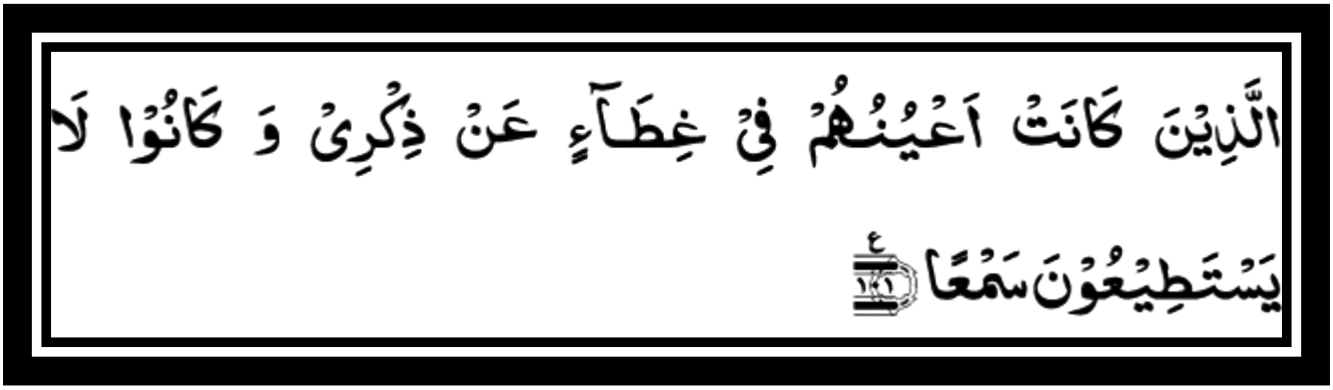

যাদের চক্ষু ছিলো অন্ধ ছিল আমার আমার নিদর্শণের প্রতি এবং যারা শুনতেও সক্ষম ছিল না। (সূরা কাহাফ ১৮:১০১)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা (যুলকারনাইনের) ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহন করি. দুনিয়ায় আমাদের অর্জন নিয়ে আমরা বাহাদুরি ও গর্ব না করি, বরং আমরা শোকরিয়া আদায় করি আল্লাহর

আল্লাহর যিকির থেকে আমরা অন্ধ ও বধির না হয়. কোরআন ও হাদিস মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালনা করতে হবে. আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন.

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/